গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।

বিজ্ঞাপন

নথি নং-৮০.২০০.০৪৬.০০.০০.০০৩.২০১৪-১৭৩ তারিখঃ ২৩/০৯/২০১৪খ্রিঃ।

৩৫ তম বিসিএস পরীক্ষা-২০১৪

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নিম্নলিখিত ক্যাডারের শূন্য পদসমূহ প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে অনলাইন-এ আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে :

(ক) সাধারণ ক্যাডারসমূহ/ক্যাডারের পদসমূহ ঃ

ক্রমিক নং	ক্যাডারের নাম	ক্যাডার কোড	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১.	বিসিএস (প্রশাসন)	১১০	সহকারী কমিশনার	৩০০	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা স্বীকৃত বোর্ড হতে এইচ.এস.সি পরীক্ষা পাসের পর ৪ (চার) বছর মেয়াদি শিক্ষা সমাপনী ডিগ্রি অথবা সমমানের ডিগ্রি । তবে কোন প্রার্থীর শিক্ষা জীবনে একাধিক ৩য় বিভাগ/শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ থাকলে তিনি যোগ্য বিবেচিত হবেন না।
২.	বিসিএস (আনসার)	১১৮	সহকারী পরিচালক/ সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট/ব্যাটালিয়ন উপ-অধিনায়ক	০৪	- ঐ -
৩.	বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	১১২	সহকারী মহা-হিসাব রক্ষক	০৪	- ঐ -
৪.	বিসিএস (সমবায়)	১১৯	সহকারী নিবন্ধক	০৪	- ঐ -
৫.	বিসিএস (ইকনমিক)	১২৬	সহকারী প্রধান	৪০	- ঐ -
৬.	বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)	১২৪	পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	১০	- ঐ -
৭.	বিসিএস (খাদ্য)	১১১	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদ	০২	-ঐ-
৮.	বিসিএস (পররাষ্ট্র)	১১৫	সহকারী সচিব	২০	- ঐ -
৯.	বিসিএস (তথ্য)	১২১	(ক) সহকারী পরিচালক/তথ্য অফিসার/ গবেষণা কর্মকর্তা/সমমানের পদ	০৬	- ঐ -
		১২২	(খ) সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)	০৫	- ঐ -
১০.	বিসিএস (পুলিশ)	১১৭	সহকারী পুলিশ সুপার	৫০	- ঐ -
১১.	বিসিএস (ডাক)	১১৬	সহকারী পোস্ট মাস্টার জেনারেল/ সমমানের পদ	১০	- ঐ -

সাধারণ ক্যাডারসমূহের মোট পদের সংখ্যা = ৪৫৫

(খ) প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারসমূহ/ক্যাডারের প্রফেশনাল পদসমূহ ঃ

ক্রমিক নং	ক্যাডারের নাম	পদের নাম	ক্যাডার পদের কোড	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড
১.	বিসিএস (কৃষি)	ক) কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (কৃষি অধিদপ্তর)	২২৭	০১	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি (কৃষি) অনার্স ডিগ্রি।	২০১	৮০১
		খ) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট)	২২৬	০৮	(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা	১৫৮	৬২১
					মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম ৪ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্স ডিগ্রি।	২০৯	৮০১
					অথবা		
					কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষিতে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিষয়ে (Agriculture in Soil Science) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	২০২	৮০১
					অথবা		
					কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষিতে কৃষি রসায়ন বিষয়ে (Agriculture in Soil Chemistry) ২য় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	২০১	৮০১
					অথবা		
					(খ) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি (কৃষি) অনার্স ডিগ্রি।		

		(গ) সহকারী পরিচালক/গবেষণা কর্মকর্তা (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর)	২২৫	০১	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডিগ্রি পর্যায়ে অর্থনীতিসহ বাণিজ্য শাখার যে কোন বিষয়ে অথবা অর্থনীতি অথবা পরিসংখ্যানে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ডিগ্রি পর্যায়ে অর্থনীতিসহ বাণিজ্য শাখার যে কোন বিষয়ে অথবা অর্থনীতি অথবা পরিসংখ্যানে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা কৃষি অর্থনীতি অথবা কৃষি বাজারজাতকরণ বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ব্যবসা প্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। **বিঃ দ্রঃ** ডিগ্রি পর্যায়ে অর্থনীতি ছিল কিনা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তা আবেদনপত্র (বিপিএসসি ফর্ম-২) এর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "পাঠ্য বিষয়সমূহ" কলামে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এবং তৎসংগে প্রমাণপত্র পেশ করতে হবে।	১১৮	৩৩১
						১৫৯	৯৮১
						২০৪	৮১১
						২০৭	৮১১
						১০১	৭০১
						১০৯	৭১১
						১২১	৭১১
						১৩৭	৭৩১
						১৩৮	৭২১
						১১২	৭৪১
২.	বিসিএস (সমবায়)	(ক) পরিসংখ্যানবিদ	৫১০	০১	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান অথবা অর্থনীতি অথবা গণিত বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা উল্লিখিত বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্স ডিগ্রি ।	১৫৯	৯৮১
						১১৮	৩৩১
						১৩৯	৫৫১
						১০৫	৫৬১
		(খ) গবেষণা কর্মকর্তা	৫১১	০১	-ঐ-	১৫৯	৯৮১
						১১৮	৩৩১
						১৩৯	৫৫১
						১০৫	৫৬১

Advertisement

৩.	বিসিএস (মৎস্য)	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	২৪০	০৮	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মৎস্য বিষয়ে অনার্সসহ ডিগ্রি।	২৩১	৮৫১
৪.	বিসিএস (বন)	সহকারী বন সংরক্ষক	৫৫০	০২	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বনবিদ্যা অথবা বিএসসি কৃষি অথবা উদ্ভিদ বিজ্ঞান অথবা প্রাণি বিজ্ঞান অথবা মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা উল্লিখিত বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্স ডিগ্রি অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	১৭৭ ২০১ ১১১ ১৬৬ ১৫৮	৮৭১ ৮০১ ৫৮১ ৫৯১ ৬২১
৫.	বিসিএস (স্বাস্থ্য)	সহকারী সার্জন	৪১০	৩১৭	এম.বি.বি.এস অথবা এর সমমানের ডিগ্রি।	৩৯১	৭৭১
		সহকারী ডেন্টাল সার্জন	৪৫০	৫৪	বিডিএস অথবা এর সমমানের ডিগ্রি।	৩৯২	৭৯১
৬.	বিসিএস (পশু সম্পদ)	(ক) ভেটেরিনারি সার্জন/ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/ প্রভাষক	২৭০	২৫	(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে ডি.ভি.এম. (ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন) ডিগ্রিসহ রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি প্রাকটিশনার হতে হবে অথবা কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং পশুপালন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বিএসসি ডিগ্রি।	২৩০	৮৪১
		(খ) হাঁস-মুরগি উন্নয়ন কর্মকর্তা/ এপিও /বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/প্রভাষক	২৮১	০৪	(খ) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পশুপালন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বিএসসি অনার্স ডিগ্রি অথবা কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং পশুপালন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বিএসসি ডিগ্রি।	২১০	৮৩১

Advertisement

৭.	বিসিএস (গণপূর্ত)	(ক) সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৩১১	২৬	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পুরকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৩	৮৮১
						৩২৬	৮৮১
		(খ) সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)	৩১২	০৭	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে তড়িৎকৌশল/ যন্ত্রকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। অথবা কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৫	৮৯১
						৩০৬	৮৯১
						৩০৭	২৭১
						৩১২	৯০১
						৩২৬	উপরের যে কোন বিষয়
৮.	বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল)	(ক) সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী	৩৫৩	০৬	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পুরকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৩	৮৮১
						৩২৬	৮৮১
		(খ) সহকারী যন্ত্র প্রকৌশলী	৩৫১	০৭	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যন্ত্রকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩১২	৯০১
						৩২৬	৯০১
		(গ) সহঃ সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী	৩৫৪	০৩	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে তড়িৎ কৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৫	৮৯১
						৩০৬	৮৯১
						৩০৭	২৭১
						৩২৬	উপরের যে কোন বিষয়ে
		(ঘ) সহকারী সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক	৩৫২	০৫	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পুরকৌশল/তড়িৎ কৌশল/ যন্ত্রকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৩	৮৮১
						৩০৫	৮৯১
						৩০৬	৮৯১
						৩০৭	২৭১
						৩১২	৯০১
						৩২৬	উপরের যে কোন বিষয়ে

৯.	বিসিএস (সড়ক ও জনপথ)	(ক) সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৩৩১	০১	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পুরকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৩	৮৮১
						৩২৬	৮৮১
		(খ) সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	৩৩২	০২	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যন্ত্রকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩১২	৯০১
						৩২৬	৯০১
১০.	বিসিএস (পরিসংখ্যান)	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	৫৪০	০৫	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক পর্যায়ে অর্থনীতি অথবা পরিসংখ্যান অথবা পরিসংখ্যানসহ অর্থনীতি অথবা গণিতে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা বাণিজ্য বিভাগের যে কোন শাখায় অথবা সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে সমমানের ডিগ্রি অথবা উল্লিখিত যে কোন একটি বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্স ডিগ্রি।	১০১	৭০১
						১০৯	৭১১
						১৩৭	৭৩১
						১৩৯	৫৫১
						১৫৯	৯৮১
						১১৮	৩৩১
						১২১	৭১১
						১৩৮	৭২১
						১৫৭	৩৫১

প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারের মোট পদ = ৪৮৪

১১. **বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ঃ** সরকারি সাধারণ কলেজসমূহের জন্য

ক্যাডারের নাম	ক্যাডার পদের কোড	ক্রমিক নং	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড
(ক) (সরকারি সাধারণ কলেজ সমূহের জন্য)	৬১০	১.	প্রভাষক (বাংলা)	৯৬	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।	১০৮	১১১
		২.	প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	৬৫	- ঐ -	১৪৮	৩৪১
		৩.	প্রভাষক (প্রাণিবিদ্যা)	৩৪	- ঐ -	১৬৬	৫৯১
		৪.	প্রভাষক (ইংরেজি)	৬৫	- ঐ -	১২০	১২১
		৫.	প্রভাষক (অর্থনীতি)	৫০	- ঐ -	১১৮	৩৩১
		৬.	প্রভাষক (দর্শন)	৫২	- ঐ -	১৪৬	২১১
		৭.	প্রভাষক (ইতিহাস)	৩৬	- ঐ -	১২৬	১৮১
		৮.	প্রভাষক (ইসলামী শিক্ষা)	২০	- ঐ -	১৩১	২০১
		৯.	প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)	৮৭	- ঐ -	১৩০	১৯১
		১০.	প্রভাষক (সমাজ বিজ্ঞান)	৩৫	- ঐ -	১৫৭	৩৫১
		১১.	প্রভাষক (সমাজ কল্যাণ)	২৩	- ঐ -	১৫৬	৩৬১
		১২.	প্রভাষক (পদার্থবিদ্যা)	২৪	- ঐ -	১৪৭	৫১১
						১০৪	৫২১
		১৩.	প্রভাষক (রসায়ন)	৩১	- ঐ -	১১৩	৫৩১
						১০৩	৫৪১
						১১০	৬০১
		১৪.	প্রভাষক (উদ্ভিদ বিদ্যা)	৩৫	- ঐ -	১১১	৫৮১
		১৫.	প্রভাষক (কৃষি বিজ্ঞান)	০৭	- ঐ -	২০১	৮০১
		১৬.	প্রভাষক (ভূগোল)	১৩	- ঐ -	১২৪	৩১১
		১৭.	প্রভাষক (মনোবিজ্ঞান)	০৫	- ঐ -	১৪৯	১৭১
		১৮.	প্রভাষক (হিসাব বিজ্ঞান)	৫০	- ঐ -	১০১	৭০১
		১৯.	প্রভাষক (ব্যবস্থাপনা)	১৩	- ঐ -	১৩৭	৭৩১
		২০.	প্রভাষক (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	০৮	- ঐ -	১২৭	৩৯১
		২১.	প্রভাষক (মার্কেটিং)	২১	- ঐ -	১৩৮	৭২১
		২২.	প্রভাষক (হাদিস)	০১	- ঐ -	১২৮	৪২১
		২৩.	প্রভাষক (ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং)	১২	- ঐ -	১০৯	৭১১
						১২১	৭১১

		২৪.	প্রভাষক (পালি)	০১	- ঐ -	১৪৩	১৬১
		২৫.	প্রভাষক (সংস্কৃত)	০৩	- ঐ -	১৫৫	১৫১
		২৬.	প্রভাষক (পরিসংখ্যান)	০৬	- ঐ -	১৫৯	৯৮১
		২৭.	প্রভাষক (গণিত)	১৩	- ঐ -	১৩৯	৫৫১
						১০৫	৫৬১
		২৮.	প্রভাষক (আরবি)	০২	- ঐ -	১০৬	১৩১
		২৯.	প্রভাষক (কম্পিউটার)	০২	- ঐ -	১১৪	৯৭১
		৩০.	প্রভাষক (আত-তাফসির)	০৩	- ঐ -	১৬০	৪৩১
		৩১.	প্রভাষক (নার্সারি স্কুল ও শিশু বিকাশ)	০১	- ঐ -	১৭৮	৬৩১
		৩২.	প্রভাষক (শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক)	০২	- ঐ -	১৭৯	৬৪১
		৩৩.	প্রভাষক (গৃহ ব্যবস্থাপনা ও গৃহায়ণ)	০২	- ঐ -	১৮০	৬৫১
		৩৪.	প্রভাষক (খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান)	০৩	- ঐ -	১৮১	৬৬১
		৩৫.	প্রভাষক (ব্যবহারিক শিল্পকলা)	০৩	- ঐ -	১৮২	৬৭১
		৩৬.	প্রভাষক (বস্ত্রপরিচ্ছদ ও বয়নশিল্প)	০৩	- ঐ -	১৮৩	৬৮১
		৩৭.	প্রভাষক (প্রাতিষ্ঠানিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা)	০২	- ঐ -	১৮৪	৬৯১

মোট = ৮২৯

১১. বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ঃ সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ

ক্যাডারের নাম	ক্যাডার পদের কোড	ক্রমিক নং	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড	ডিপ্লোমা / বি.এড/ এম.এড
(খ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ সমূহের জন্য প্রভাষক	৬২০	১.	প্রভাষক (ইতিহাস)	০৪	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইতিহাস বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১২৬	১৮১	ডিপ্লোমা / বি.এড/ এম.এড যে কোন একটি
		২.	প্রভাষক (ভূগোল)	০২	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভূগোল বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১২৪	৩১১	ঐ
		৩.	প্রভাষক (গণিত)	০৩	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে গণিত বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১৩৯	৫৫১	ঐ
						১০৫	৫৬১	

		৪.	প্রভাষক (ইসলামিক আইডিওলজি)	০৩	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আরবি বা ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১০৬ ১৩১	১৩১ ২০১	ঐ
		৫.	প্রভাষক (চারু ও কারুকলা)	০৪	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বি.এফ.এ ডিগ্রিসহ ফাইন আর্টস-এ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	১২২	৪৬৯	ঐ
		৬.	প্রভাষক (গাইডেন্স এন্ড কাউন্সিলিং)	০৩	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মনোবিজ্ঞান বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১৪৯	১৭১	ঐ
		৭.	প্রভাষক (প্রফেশনাল ইথিক্স)	০৬	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে দর্শন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১৪৬	২১১	ঐ
		৮.	প্রভাষক (মেন্টাল হাইজিন)	০৩	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মনোবিজ্ঞান বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১৪৯	১৭১	ঐ
		৯.	প্রভাষক (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	০১	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১২৭	৩৯১	ঐ
		১০.	প্রভাষক (শিক্ষা)	০৬	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে শিক্ষা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে এম.এ.ইন এডুকেশন অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বিএড স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।	১১৯	২২১	ঐ
			মোট=	৩৫				
সর্বমোট = ৪৫৫+৪৮৪+৮২৯+৩৫=১৮০৩								

Advertisement

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

(ক) নতুন পদসৃষ্টি, পদোন্নতি, কর্মকর্তার অবসর গ্রহণ, মৃত্যু, পদত্যাগ অথবা অপসারণ ইত্যাদি কারণে উপরোল্লিখিত যে কোনো ক্যাডারের পদের সংখ্যা বাড়ানো হতে পারে। অলঙ্ঘনীয় প্রশাসনিক বা আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে শূন্য পদসংখ্যার পরিবর্তন হতে পারে।

(খ) কোনো প্রার্থীর বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত ক্যাডার পদের জন্য নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলে উক্ত প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। কোনো প্রার্থী বিদেশ হতে তাঁর অর্জিত কোনো ডিগ্রিকে উপরোল্লিখিত বিসিএস ক্যাডারের পদসমূহের পার্শ্বে বর্ণিত কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতার সমমানের বলে দাবি করলে তাকে সে মর্মে সংশ্লিষ্ট ইকুইভ্যালেন্স কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের সত্যায়িত কপি লিখিত পরীক্ষার পূর্বে বিপিএসসি ফর্ম-২ এর সঙ্গে জমা দিতে হবে। ইকুইভ্যালেন্স সনদের জন্য প্রকৌশল বিষয়ের ডিগ্রিধারীদেরকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সঙ্গে, মেডিকেল ডিগ্রিধারীদেরকে বিএমডিসি'র সঙ্গে এবং সাধারণ বিষয়ে ডিগ্রিধারীদেরকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। উক্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের মূলকপি মৌখিক পরীক্ষার সময় সাক্ষাৎকার বোর্ডে অবশ্যই উপস্থাপন করতে হবে।

(গ) যদি কোনো প্রার্থী এমন কোনো পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন চাহিদাকৃত শ্রেণি/বিভাগসহ উক্ত পরীক্ষায় পাস করলে তিনি ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন এবং যদি তার ঐ পরীক্ষার ফলাফল ৩৫তম বিসিএস-এর আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত প্রকাশিত না হয় তাহলে তিনি অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন, তবে তা সাময়িকভাবে গ্রহণ করা হবে। কেবল সেই প্রার্থীকেই অবতীর্ণ প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হবে যার স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সকল লিখিত পরীক্ষা ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখের মধ্যে অর্থাৎ **৩০/১০/২০১৪** তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়েছে। এ মর্মে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় চেয়ারম্যান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার পূর্বে বিপিএসসি ফর্ম-২ এর সঙ্গে দাখিল করবেন। **স্নাতক/স্নাতকোত্তর পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ উল্লেখবিহীন** কোনো **অবতীর্ণ প্রত্যয়নপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না**। বিসিএস-এর মৌখিক পরীক্ষার সময় উক্ত পরীক্ষা পাসের প্রমাণস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল/সাময়িক সার্টিফিকেট এবং অবতীর্ণ হওয়ার প্রত্যয়নপত্রের মূল কপি কমিশনে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। **অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না এবং প্রার্থিতাও বাতিল বলে গণ্য হবে।**

২। **অনলাইনে আবেদনপত্র (BPSC Form-1) পূরণ এবং পরীক্ষার ফি জমাদান শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ও সময় :**

(ক) আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময় : ৩০/০৯/২০১৪ তারিখ সকাল-১০:০০ টা।

(খ) আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময় : ৩০/১০/২০১৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬:০০ টা।

(গ) আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ৩০/১০/২০১৪ সন্ধ্যা ৬:০০ টার মধ্যে শুধুমাত্র User ID **প্রাপ্ত প্রার্থীগণ উক্ত সময়ের পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা (অর্থাৎ ০২/১১/২০১৪ সন্ধ্যা ৬:০০ টা পর্যন্ত)** SMS **এর মাধ্যমে (বিজ্ঞাপনের ৮নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করে) ফি জমা দিতে পারবেন। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।**

বি.দ্র. : Applicant's Copy-তে উল্লিখিত সময় অনুযায়ী (অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টা) প্রার্থীদের ফি জমাদান সম্পন্ন করতে পরামর্শ দেওয়া হলো। কাজেই শেষ তারিখ ও সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে আবেদনপত্র জমাদান চূড়ান্ত করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৩। **বয়সসীমা : ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে বয়স :**

(ক) মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা, প্রতিবন্ধী প্রার্থী এবং বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রার্থী ছাড়া অন্যান্য সকল ক্যাডারের প্রার্থীর জন্য ২১ হতে ৩০ বছর **(জন্মতারিখ সর্বনিম্ন ০২-০৯-১৯৯৩ সর্বোচ্চ ০২-০৯-১৯৮৪ পর্যন্ত)**।

(খ) মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা, প্রতিবন্ধী প্রার্থী এবং বিসিএস(স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রার্থীর জন্য ২১ হতে ৩২ বছর **(জন্মতারিখ সর্বনিম্ন ০২-০৯-১৯৯৩ সর্বোচ্চ ০২-০৯-১৯৮২ পর্যন্ত)**।

(গ) বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের জন্য শুধু উপজাতীয় প্রার্থীর বেলায় ২১ হতে ৩২ বছর **(জন্মতারিখ সর্বনিম্ন ০২-০৯-১৯৯৩ সর্বোচ্চ ০২-০৯-১৯৮২ পর্যন্ত)**।
প্রার্থীর বয়স কম বা বেশি হলে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪। **জাতীয়তা :**

(ক) প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

(খ) যে সকল প্রার্থী কোনো অ-বাংলাদেশী নাগরিককে বিবাহ করেছেন অথবা বিবাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন সে সকল প্রার্থী সরকারের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। সরকারের অনুমতিপত্র বিপিএসসি ফর্ম-২ এর সঙ্গে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

৫। (ক) লিঙ্গ নির্বিশেষে বাংলাদেশের যে কোন ব্যক্তি সার্ভিসের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বলে গণ্য হবে।

(খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীন চাকরিরত প্রার্থীগণের মধ্যে যাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা রয়েছে তারা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত হলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৬। **বিসিএস পরীক্ষার আবেদনপত্র :**

(ক) বিসিএস পরীক্ষায় প্রাপ্ত আবেদনপত্র দ্রুত প্রক্রিয়ায়ণ শেষে স্বল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ৩৫তম বিসিএস-এর প্রিলিমিনারি টেস্টে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের এই বিজ্ঞাপনের ৭নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত পদ্ধতিতে শুধু কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত আবেদনপত্র (BPSC Form-1) অনলাইনে পূরণ করে আবেদন করতে হবে। **প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ পরবর্তীতে কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে মূল আবেদনপত্র বিপিএসসি ফর্ম-২ Download করে বিজ্ঞাপনের ১৪নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ লিখিত পরীক্ষার পূর্বে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে জমা দিবেন।**

(খ) প্রিলিমিনারি টেস্টে কৃতকার্য প্রার্থীদের এই বিজ্ঞাপনের ১৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিপিএসসি ফর্ম-২ জমা দেয়ার পর লিখিত পরীক্ষার পূর্বে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে Teletalk BD Ltd-এর Web Address: http://bpsc.teletalk.com.bd অথবা বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের Web Address: www.bpsc.gov.bd-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত তথ্য সংবলিত একটি সংক্ষিপ্ত অনলাইন বাংলা ফর্ম (বিপিএসসি ফর্ম-৩) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এ বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রেসবিজ্ঞপ্তি মারফত এবং BPSC Form-1-এ উল্লিখিত মোবাইল নম্বরে Teletalk হতে SMS-এর মাধ্যমে প্রার্থীদের বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হবে। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অনলাইনে পূরণকৃত উক্ত সংক্ষিপ্ত বাংলা ফর্ম (বিপিএসসি ফর্ম-৩) Download করে এক কপি প্রার্থী নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন। মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে প্রার্থীকে উক্ত ফর্ম-৩ দাখিল করতে হবে।

৭। অনলাইনে BPSC Form-1 পূরণ :

প্রার্থীকে Teletalk BD Ltd-এর Web Address : http://bpsc.teletalk.com.bd অথবা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের Web Address : www.bpsc.gov.bd-এর মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র BPSC Form-1 পূরণ করে Online Registration কার্যক্রম এবং ফি জমাদান সম্পন্ন করতে হবে। উল্লিখিত ওয়েবসাইট ওপেন করলে ৩৫ তম বিসিএস-এর Advertisement, অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের বিস্তারিত নির্দেশাবলি এবং Cadre Option-এর ভিত্তিতে তৈরিকৃত ৩ ক্যাটাগরি পদের জন্য নির্ধারিত Application Form (BPSC Form-1)-এর রেডিও বাটন দৃশ্যমান হবে। Advertisement-এর রেডিও বাটন ক্লিক করলে ৩৫তম বিসিএস এর বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে। কমিশনের **www.bpsc.gov.bd** ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণের ১৫ পৃষ্ঠা সংবলিত বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে। ফর্ম পূরণের পূর্বে প্রার্থী এই নির্দেশনা অংশটি Download করে প্রতিটি নির্দেশনা ভাল করে আয়ত্ত করে নিতে পারবেন। ক্যাডার চয়েস-এর উপর ভিত্তি করে Application Form-এর ৩টি ক্যাটাগরি রয়েছে, যেমন- **(1) Application Form for General Cadre, (2) Application Form for Technical Cadre/Professional Cadre (3) Application Form for General and Technical/ Professional (Both) Cadre**। প্রার্থী শুধু জেনারেল ক্যাডারের জন্য প্রার্থী হতে ইচ্ছুক হলে জেনারেল ক্যাডারের Application Form-এর রেডিও বাটন ক্লিক করলে General Cadre- এর আবেদনপত্র (BPSC Form-1) দৃশ্যমান হবে। অনুরূপভাবে General and Technical/Professional ক্যাডারের প্রার্থী হতে ইচ্ছুক হলে তাকে Both Cadre-এর জন্য নির্ধারিত ৩য় রেডিও বাটনটি ক্লিক করলে নির্ধারিত Both Cadre-এর জন্য BPSC Form-1 দৃশ্যমান হবে। কাঙ্ক্ষিত BPSC Form-1 দৃশ্যমান হলে ফর্মের প্রতিটি অংশ প্রদত্ত Instruction অনুযায়ী পূরণ করতে হবে। BPSC Form-1-এর ৩টি অংশ রয়েছে : Part-1 Personal Information, Part-2 Educational Qualification, Part-3 Cadre Option. Instructions for Submitting Application অংশের বিস্তারিত নির্দেশনা এবং BPSC Form-1-এর প্রতিটি Field-এ প্রদত্ত তথ্য/নির্দেশনা অনুসরণ করে BPSC Form-1 পূরণ করতে হবে।

৮। ডিক্লারেশন :

প্রার্থীকে অনলাইন আবেদনপত্রের (BPSC Form-1) ডিক্লারেশন অংশে এই মর্মে ঘোষণা দিতে হবে যে, আবেদনপত্রের প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক এবং সত্য। প্রদত্ত তথ্য অসত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হলে অথবা কোনো অযোগ্যতা ধরা পড়লে বা কোনো দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলে পরীক্ষার পূর্বে বা পরে যে কোনো পর্যায়ে প্রার্থিতা

বাতিল এবং কমিশন কর্তৃক গৃহীতব্য যে কোনো নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদন করার অযোগ্য ঘোষণাসহ তার বিরুদ্ধে যে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্লারেশন অনুযায়ী প্রিলিমিনারি টেস্টের জন্য সাময়িকভাবে যোগ্য বিবেচনা করে প্রবেশপত্র প্রদান করা হবে। প্রিলিমিনারি টেস্টে কৃতকার্য হলে প্রার্থী কর্তৃক অনলাইন আবেদনপত্রে (BPSC Form-1) প্রদত্ত প্রতিটি তথ্যের সপক্ষে যথাযথ সনদ/প্রত্যয়নপত্র লিখিত পরীক্ষার পূর্বে বিপিএসসি ফর্ম-২ এর সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের ১৪নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসারে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র কমিশনে জমা দিতে হবে। কোনো প্রার্থী অনলাইনে BPSC Form-1-এ প্রদত্ত তথ্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বিপিএসসি ফর্ম-২ এর সঙ্গে যথাযথ সনদ/প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে ব্যর্থ হলে বা কোনো ক্যাডারের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকলে বা আবেদন ভুলভাবে পূরণ করলে বা কোনো অযোগ্যতা বা কোনো Substantive ত্রুটি ধরা পড়লে যে কোনো পর্যায়ে তার প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৯। পরীক্ষার ফি প্রদান :

Online-এ আবেদনপত্র (BPSC Form-1) যথাযথভাবে পূরণপূর্বক নির্দেশনা মতে ছবি এবং Signature Upload করে প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্র Submission সম্পন্ন হলে কম্পিউটারে ছবিসহ Application Preview কপি দেখা যাবে। নির্ভুলভাবে আবেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন হলে প্রার্থী একটি User ID সহ ছবি এবং স্বাক্ষরযুক্ত একটি Applicant's Copy পাবেন। Preview এবং Applicant's Copy-তে প্রার্থীর ছবি ও স্বাক্ষর অবশ্যই দৃশ্যমান হতে হবে। উক্ত Applicant's Copy প্রার্থীকে প্রিন্ট অথবা Download করে সংরক্ষণ করতে হবে। Applicant's কপিতে একটি User ID নম্বর দেয়া থাকবে এবং এই User ID নম্বর ব্যবহার করে Teletalk Bangladesh Ltd. কর্তৃক SMS এর মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে প্রার্থী নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যে কোনো Teletalk Pre-paid Mobile নম্বরের মাধ্যমে SMS করে ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার ফি ৭০০ (সাতশত) টাকা (প্রতিবন্ধী এবং উপজাতীয়দের জন্য ১০০/- একশত টাকা) জমা দিবেন এবং Admit Card Download করে প্রিন্ট করতে পারবেন :

প্রথম SMS : BCS <space>User ID লিখে send করুন 16222 নম্বরে।

Example : BCS QRNTCBTP

Reply : Applicant's Name, Tk-700(100 Tk. for Physically Handicapped and Tribal Candidates) will be Charged as Application Fee. Your PIN is (8 digit number) 12345678. To Pay Fee, type BCS < Space>Yes<Space>PIN and send to 16222.

দ্বিতীয় SMS : BCS <space>Yes<Space>PIN লিখে send করুন 16222 নম্বরে।

Example : BCS YES 12345678

Reply : Congratulations! Applicant's Name, payment completed successfully for 35th BCS Examination. User ID is (xxxxxxxx) and Password (xxxxxxxx).

N.B. : For Lost Password, Please Type BCS<Space>HELP<Space>SSC Board <Space> SSC Roll<Space>SSC Year and send to 16222 ।

১০। **ছবি (Photo)** : BPSC Form-1 এর Part-1, Part-2 এবং Part-3 সাফল্যজনকভাবে পূরণ সম্পন্ন হলে Application Preview দেখা যাবে। Preview এর নির্ধারিত স্থানে প্রার্থীকে (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ) 300 x 300 Pixel এর কম বা বেশি নয় এবং File Size 100 KB এর বেশি গ্রহণযোগ্য নয়, এরূপ মাপের অনধিক তিন মাস পূর্বে তোলা নিজের রঙিন ছবি Scan করে Upload করতে হবে। **সাদাকালো ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না। Applicant's Copy-তে ছবি মুদ্রিত না হলে আবেদনপত্র বাতিল হবে। সানগ্লাসসহ ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না।** Home Page-এর Help Menu-তে ক্লিক করলে Photo এবং Signature সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

১১। **স্বাক্ষর (Signature)** : Application Preview-তে স্বাক্ষরের জন্য নির্ধারিত স্থানে (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ) 300 x 80 Pixel এর কম বা বেশি নয় এবং File Size 60 KB এর বেশি গ্রহণযোগ্য নয়, প্রার্থীকে এরূপ মাপের নিজের স্বাক্ষর Scan করে Upload করতে হবে। Applicant's Copy-তে স্বাক্ষর উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী মুদ্রিত না হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২। **প্রবেশপত্র (Admit Card) :**

উপরের নির্দেশনা অনুসারে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা হলে টেলিটক হতে প্রেরিত উত্তরে প্রদত্ত একটি User ID এবং Password ব্যবহার করে প্রার্থী তার প্রার্থিত কেন্দ্রের নিম্নোক্ত রেজিঃ নম্বরের রেঞ্জ হতে কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাপ্ত রেজিঃ নম্বর সংবলিত Admit Card Download করে নিতে পারবেন।

কেন্দ্রভিত্তিক আবেদনপত্রের রেজিস্ট্রেশন নম্বরের রেঞ্জ নিম্নে প্রদান করা হলো :

কেন্দ্র	রেজিঃ নম্বরের রেঞ্জ
(ক) ঢাকা	০০০০০১ - ২,০০,০০০
(খ) রাজশাহী	২,০০০০১ - ৩,০০,০০০
(গ) চট্টগ্রাম	৩,০০০০১ - ৪,০০,০০০
(ঘ) খুলনা	৪,০০০০১ - ৫,০০,০০০
(ঙ) বরিশাল	৫,০০০০১ - ৬,০০,০০০
(চ) সিলেট	৬,০০০০১ - ৭,০০,০০০
(ছ) রংপুর	৭,০০,০০১ - ৮,০০,০০০

১৩। **কোনো প্রার্থী ফি জমা দিয়ে চূড়ান্তভাবে আবেদনপত্র দাখিল করে** Admit Card গ্রহণ করার পর পুনরায় Online Application Form জমা দিতে পারবেন না। কোনো প্রার্থী মিথ্যা, ভিন্ন/ভুল তথ্য দিয়ে একাধিকবার ফর্ম পূরণ করে একাধিক Admit Card গ্রহণ করলে প্রক্রিয়ায়ণের যে কোনো স্তরে তা প্রমাণিত হলে তার সামগ্রিক প্রার্থিতা বাতিল হবে এবং সে কমিশন কর্তৃক গৃহীতব্য সকল পদে আবেদনের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হবে এবং উক্ত প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৪। **বিপিএসসি ফর্ম-২ প্রাপ্তি এবং জমাদান :** শুধু প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ কমিশনের **www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ৩৫ তম বিসিএস পরীক্ষা-২০১৪ -এর জন্য নির্ধারিত বিপিএসসি ফর্ম-২ Download করে সংগ্রহ করবেন। ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত বিপিএসসি ফর্ম-২ যথাযথভাবে পূরণ করে প্রার্থীগণ নিম্নোক্ত সনদ/ডকুমেন্টসহ লিখিত পরীক্ষার পূর্বে কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে এবং স্থানে জমা দিবেন :**

(১) প্রার্থীর স্বাক্ষরযুক্ত এবং প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত তিনকপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি বিপিএসসি ফর্ম-২ এর নির্দেশিত স্থানে সংযুক্ত করতে হবে।

(২) শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত ফটোকপি। শুধুমাত্র স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রির মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত কপির স্থলে মূল মার্কশিটের সত্যায়িত কপি এ শর্তে গ্রহণ করা হবে যে, মৌখিক পরীক্ষার সময় মূল/সাময়িক সনদ অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

(৩) বয়স প্রমাণের জন্য শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত এসএসসি/সমমানের পরীক্ষার মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত কপি। "ও" লেভেল এবং "এ" লেভেল করা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জন্ম তারিখ সংবলিত দালিলিক প্রমাণ। **বয়স প্রমাণের জন্য এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।**

চার বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক সম্মান ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের জমাকৃত সনদ/মার্কশিট/টেস্টিমোনিয়াল-এ যদি ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক সম্মান উল্লেখ না থাকে তবে অর্জিত ডিগ্রি ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক সম্মান মর্মে বিভাগীয় প্রধান/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় তাদের অর্জিত ডিগ্রি ৩ বছর মেয়াদি হিসেবে গণ্য করা হবে।

(৪) (ক) প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা/পুত্র-কন্যাদের পুত্র-কন্যা হলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ২৬/০২/০২ তারিখের মুঃবিঃমঃ/সনদ-১/প্র-১/২০০২/০২ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইস্যুকৃত সনদ অথবা ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক ইস্যুকৃত পিতা/মাতা/ পিতামহ/মাতামহের মুক্তিযোদ্ধা

সনদপত্রের ২টি সত্যায়িত কপি অবশ্যই জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধা সনদধারীর জন্মতারিখ সংবলিত এসএসসি বা সমমানের সনদ/এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় পাস না হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সার্টিফিকেট/জন্মতারিখ সংবলিত প্রামাণিক দলিল এবং মুক্তিবার্তা/গেজেটের ২টি করে সত্যায়িত কপি সনদের সঙ্গে দাখিল করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা সনদের ২টি সত্যায়িত ফটোকপির উপর প্রার্থীর নাম ও রেজিঃ নম্বর মুক্তিযোদ্ধা সনদধারীর জন্মতারিখ এবং মুক্তিবার্তা/গেজেট নম্বর স্পষ্ট অক্ষরে হাতে লিখতে হবে।

(খ) মুক্তিযোদ্ধা এবং উপযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থী পাওয়া না গেলে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং তাঁদের পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যাদের পুত্র-কন্যাগণ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বিবেচিত হবেন।

(গ) আবেদনকারী মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা হলে সে মর্মে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ২টি সত্যায়িত কপি।

(ঘ) প্রতিবন্ধী কোটার প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রতিবন্ধী সনদের সত্যায়িত কপি।

(ঙ) আবেদনপত্রের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা সনদ জমা দিতে না পারলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্যয়নপত্র প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করা হবে। তবে মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রার্থী কর্তৃক অবশ্যই মুক্তিযোদ্ধার মূল সনদ মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উপস্থাপন করতে হবে; এবং উপরে **'ক'** উপানুচ্ছেদের বর্ণনামতে সকল তথ্য ও কাগজপত্রসহ উক্ত সনদের দুইটি সত্যায়িত কপি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিতে হবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধা/উপজাতীয় প্রার্থী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সঠিক সনদপত্র মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে মুক্তিযোদ্ধা/উপজাতীয় প্রার্থী হিসেবে প্রার্থিতা বাতিল হবে। তবে বয়স সাধারণ প্রার্থীদের নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকলে চাকুরির অন্যান্য শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে আবেদনকারী একজন সাধারণ প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

বি. দ্র. : মুক্তিযোদ্ধা, উপজাতি ও প্রতিবন্ধী কোটায় কমিশন কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থী কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধা/উপজাতি/ প্রতিবন্ধী কোটার দাবি করে তার সপক্ষে আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিলকৃত সংশ্লিষ্ট সকল সনদের মূলকপি নিয়োগের পূর্বে যথাযথ এজেন্সির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সত্যতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবেন।

(৫) প্রার্থী উপজাতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হতে প্রাপ্ত সনদের সত্যায়িত ফটোকপি। **উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসক ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সনদ গ্রহণ করা হবে না।**

(৬) বিদেশ থেকে অর্জিত ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ১(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইকুইভ্যালেন্স কমিটি/শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের সত্যায়িত কপি।

(৭) বিজ্ঞাপনের ২৩নং অনুচ্ছেদের (খ)(গ) উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরি থেকে ইস্তফাদানকারী অথবা অপসারিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইস্তফাপত্র গ্রহণ অথবা অপসারণ আদেশের সত্যায়িত কপি।

(৮) এই বিজ্ঞাপনের ১৭(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার সপক্ষে প্রামাণ্য সনদের সত্যায়িত কপি।

(৯) এই বিজ্ঞাপনের ২৩নং অনুচ্ছেদের (ক) উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্রের সত্যায়িত কপি।

(১০) মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা, পুত্র-কন্যাদের পুত্র-কন্যা হিসেবে আবেদনকারী প্রার্থীদের পিতা/পিতামহের/ মাতা/মাতামহের মুক্তিযোদ্ধার সনদে উল্লিখিত ঠিকানা আবেদনপত্রে (বিপিএসসি ফর্ম-২) উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা হতে ভিন্ন হলে পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার সপক্ষে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ওয়ার্ড কমিশনার/পৌর চেয়ারম্যান/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ নোটারি পাবলিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বিপিএসসি ফরম-২ অনুপুঙ্খ যাচাইয়ের পর শুধু ত্রুটিমুক্ত আবেদনপত্রের বিপরীতে লিখিত পরীক্ষা প্রদানের অনুমতি দেয়া হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাস করা লিখিত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা নয়। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাস করা যে সকল প্রার্থী বিপিএসসি ফর্ম-২ পূরণ করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জমা দিতে ব্যর্থ হবেন তাদের প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তারা লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

১৫। প্রাক্চাকুরি-বৃত্তান্ত যাচাই ফরম (পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম) কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে। ওয়েবসাইট থেকে প্রাক্চাকুরি-বৃত্তান্ত যাচাই ফরম ডাউনলোড করে যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষর করে মৌখিক পরীক্ষার সময় উক্ত পরীক্ষার বোর্ডে ৩(তিন) কপি দাখিল করতে হবে।

১৬। মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে Applicant's Copy জমাদান :

বিজ্ঞাপনের ৯নং অনুচ্ছেদের নির্দেশমতে কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে প্রার্থী তার ছবি ও স্বাক্ষরযুক্ত Applicant's Copy ডাউনলোড করে প্রিন্ট কপি করে সংরক্ষণ করবেন। Applicant's Copy-এর একটি কপি প্রার্থী তার নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন এবং ৩টি কপি পুলিশ ভেরিফিকেশন ফর্মের সঙ্গে প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার দিন উক্ত পরীক্ষার বোর্ডে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

১৭। (ক) যে ক্যাডার বা যে সকল ক্যাডারের জন্য প্রার্থী আবেদন করতে ইচ্ছুক সে ক্যাডার বা সে সকল ক্যাডারের কোড নম্বর পছন্দের ক্রমানুযায়ী অবশ্যই (BPSC Form-1) অনলাইনে আবেদনপত্রের Part-3-Cadre Option-এর ঘরে উল্লেখ থাকবে । **আবেদনপত্রের (BPSC Form-1) ক্যাডার অপশনের ঘরে ক্যাডার/ক্যাডার পদের যে পছন্দের উল্লেখ করা হবে ফি জমাদান শেষে আবেদনপত্র চূড়ান্তভাবে দাখিল করার পর তা আর পরিবর্তন করা যাবে না এবং নতুন কোন ক্যাডার/ক্যাডার পদের নামও যোগ করা যাবে না।** প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ হলে লিখিত পরীক্ষার জন্য কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে Download করে সংগৃহীত বিপিএসসি ফর্ম-২ এর ১৪নং অনুচ্ছেদে একই ক্রমানুযায়ী ক্যাডার পছন্দ প্রদান করতে হবে। **প্রার্থীকে নিজের সুবিধার্থে BPSC Form-1-এ উল্লিখিত চাকুরির পছন্দক্রমের** (Applicant's Copy-এর) একটি কপি **সযত্নে সংরক্ষণ করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। অনলাইন আবেদনপত্র** (BPSC Form-1)**-এর প্রথম অংশের স্থায়ী ঠিকানার (Permanent Address) District-এর ঘরে এবং পরবর্তীতে বিপিএসসি ফর্ম-২ এর স্থায়ী ঠিকানার (Permanent Address) নির্ধারিত স্থানে উল্লিখিত স্থায়ী জেলা এক এবং অভিন্ন হতে হবে এবং উক্ত জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে তাঁকে চাকুরিতে মনোনয়নের জন্য বিবেচনা করা হবে। এক্ষেত্রে ভুল তথ্য প্রদানের জন্য প্রার্থিতা/মনোনয়ন বাতিল হবে।** BPSC Form-1**এবং পরবর্তীতে প্রদত্ত** বিপিএসসি ফর্ম-২ তে প্রদত্ত তথ্যে অমিল থাকলে BPSC Form-1 এর তথ্য সঠিক হিসেবে পরিগণিত হবে।

(খ) প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্রে উল্লিখিত প্রদত্ত স্থায়ী ঠিকানা **(Permanent Address)** যদি ইতোপূর্বে সার্টিফিকেট বা অন্যত্র উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা হতে ভিন্ন হয় কিংবা মহিলা প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে যদি স্বামীর ঠিকানা ব্যবহার করা হয় তবে সেক্ষেত্রে প্রার্থীকে পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার সপক্ষে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ওয়ার্ড কমিশনার/পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/নোটারি পাবলিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র লিখিত পরীক্ষার পূর্বে কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত বিপিএসসি ফর্ম-২ এর সঙ্গে জমা দিতে হবে।

১৮। প্রার্থীকে ৩৫ তম বিসিএস-এর প্রিলিমিনারি টেস্টের পূর্বে প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশনের জন্য এই বিজ্ঞাপনের ৭নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে কমিশনের অনুমোদিত প্রেসক্রাইব্ড অনলাইন আবেদনপত্র (BPSC Form-1) পূরণ করে জমা দিতে হবে। প্রিলিমিনারি টেস্টের পূর্বে মুদ্রিত কোনো আবেদনপত্র সরবরাহ করা হবে না। ফলে প্রিলিমিনারি টেস্টের পূর্বে মুদ্রিত আবেদনপত্র হাতে হাতে বা ডাকে জমাদানের কোনো সুযোগ নেই।

১৯। প্রার্থীর নাম ও পিতার নাম এসএসসি অথবা সমমানের সনদে যেভাবে লিখা আছে অনলাইন আবেদনপত্রে (BPSC Form-1) এবং পরবর্তীতে বিপিএসসি ফর্ম-২ তে হুবহু সেভাবে লিখতে হবে।

২০। যে কোনো পর্যায়ে গুরুতর অসম্পূর্ণতা (Substantively Incomplete) ধরা পড়লে প্রার্থিতা বাতিল হবে।

২১। **মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময় শিক্ষা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মূল অথবা সাময়িক সনদ অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অবতীর্ণ প্রার্থীদের অবতীর্ণ প্রত্যয়নপত্র, সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে চাকুরিরত প্রার্থীদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র, ইস্তফাপত্র, অপসারণপত্র, বিপিএসসি ফর্ম-২-এর সঙ্গে সংযুক্ত সনদ/প্রত্যয়নপত্রের মূলকপি এবং সত্যায়িত ফটোকপি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে অবশ্যই দাখিল করতে হবে । অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।**

২২। যেসব প্রার্থী ১৪মে, ১৯৮২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত নং এসআরও ১৪২-এল/ইডি/রিক্রুটমেন্ট/১-১৫/৮০, তারিখ ১১মে, ১৯৮২-এর সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী অনগ্রসর নাগরিক শ্রেণি (Backward Section of Citizens)-এর অন্তর্ভুক্ত তারা উপরের বিজ্ঞাপনের ৯নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ৭০০.০০(সাতশত) টাকা ফি-এর পরিবর্তে ১০০.০০(একশত) টাকা ফি জমা দিতে পারবেন। এসব প্রার্থীকে তাদের দাবির সমর্থনে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত এ সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি বিপিএসসি ফর্ম-২-এর সঙ্গে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। **জেলা প্রশাসক ছাড়া অন্য কারও প্রদত্ত সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হবে না।**

২৩। **অপসারণ আদেশ/ইস্তফাপত্র/ ছাড়পত্র :**

(ক) প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যারা সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত তাদের জন্য যথাসময়ে প্রাপ্ত বিপিএসসি ফর্ম-২-এর সঙ্গে সংযুক্ত ছাড়পত্রের ফর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিল-স্বাক্ষর গ্রহণ করে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে ছাড়পত্রের কপি জমা দিতে হবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।

(খ) চাকুরি হতে অপসারিত (Removed) হয়েছেন অথবা চাকুরিতে ইস্তফা দিয়েছেন এমন প্রার্থীরাও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে এসব প্রার্থীকে তাদের লিখিত পরীক্ষার পূর্বে বিপিএসসি ফর্ম-২-এর সঙ্গে চাকুরি হতে অপসারণের আদেশের বা ইস্তফাপত্র গৃহীত হয়েছে মর্মে এরূপ আদেশের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।

(গ) কোনো প্রার্থী আবেদনপত্র (বিপিএসসি ফর্ম-২) জমাদানের পর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে কোনো চাকুরিতে যোগদান করলে বা চাকুরি থেকে ইস্তফাদান করলে বা চাকুরি থেকে অপসারিত হলে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে প্রার্থীকে অবশ্যই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র/ইস্তফাপত্র গ্রহণ/অপসারণ আদেশের কপি দাখিল করতে হবে। **অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।**

২৪। প্রিলিমিনারি টেস্ট : ৩৫ তম বিসিএস-এর প্রিলিমিনারি টেস্ট ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয়ার্ধে অনুষ্ঠিত হতে পারে। সঠিক তারিখ, সময় ও আসনব্যবস্থা যথাসময়ে কমিশনের ওয়েবসাইট এবং সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

(ক) প্রার্থীদেরকে ২০০(দুইশত) নম্বরের একটি লিখিত Multiple Choice Question (MCQ) Type প্রিলিমিনারি টেস্টে অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষার পূর্ণ সময় দেয়া হবে ২(দুই) ঘণ্টা। Optical Mark Readable Lithocode যুক্ত উত্তরপত্র OMR মেশিনে কম্পিউটারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে।

(খ) এই পরীক্ষায় মোট ২০০(দুইশত) টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১(এক) নম্বর পাবেন, তবে ভুল উত্তর দিলে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কাটা হবে।

(গ) প্রিলিমিনারি টেস্টের MCQ উত্তরপত্র গোপনীয় দলিল হিসেবে গণ্য হবে। প্রিলিমিনারি টেস্টের উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ বা পুনঃপরীক্ষণের আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

(ঘ) প্রিলিমিনারি টেস্টের উত্তরপত্র কোনো প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে কোনোভাবেই প্রদর্শন করা হবে না এবং উক্ত টেস্টের নম্বর কোনো প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে প্রদর্শন বা প্রদান করা হবে না।

(ঙ) প্রিলিমিনারি টেস্টে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের উপযুক্ততা এবং প্রিলিমিনারি টেস্টে কৃতকার্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

প্রিলিমিনারি টেস্টের বিষয় ও নম্বর বণ্টন নিম্নে প্রদান করা হলো :

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	নম্বর বণ্টন
(১)	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
(২)	ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
(৩)	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	৩০
(৪)	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০
(৫)	ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১০
(৬)	সাধারণ বিজ্ঞান	১৫
(৭)	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি	১৫
(৮)	গাণিতিক যুক্তি	১৫
(৯)	মানসিক দক্ষতা	১৫
(১০)	নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন	১০
	মোট	**২০০**

(চ) প্রিলিমিনারি টেস্টের বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস কমিশনের Website-এ পাওয়া যাবে।

(ছ) যে সকল প্রার্থী প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ হবেন এবং যাদের বিপিএসসি ফরম-২ সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত পাওয়া যাবে শুধু তারাই ৩৫ তম বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন । প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যে সকল প্রার্থী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিপিএসসি ফর্ম-২ জমা দিবেন না সে সকল প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

২৫। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার বিষয়সমূহ ও নম্বর বণ্টন : মোট নম্বর ১১০০ (মৌখিক পরীক্ষাসহ)

(১) সাধারণ ক্যাডারের জন্য :

	বিষয়	নম্বর বণ্টন
(ক)	বাংলা	২০০
(খ)	ইংরেজি	২০০
(গ)	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
(ঘ)	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
(ঙ)	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা (মানসিক দক্ষতা পরীক্ষার MCQ Type ৫০ টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী মানসিক দক্ষতা বিষয়ের প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন। তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কাটা যাবে)	১০০
(চ)	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
(ছ)	মৌখিক পরীক্ষা	২০০
	সর্বমোট =	১১০০

(২) প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারের জন্য :

	বিষয়	নম্বর বণ্টন
(ক)	বাংলা	১০০
(খ)	ইংরেজি	২০০
(গ)	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
(ঘ)	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
(ঙ)	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা (মানসিক দক্ষতা পরীক্ষার MCQ Type ৫০ টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী মানসিক দক্ষতা বিষয়ের প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন। তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কাটা যাবে)	১০০
(চ)	সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়	২০০
(ছ)	মৌখিক পরীক্ষা	২০০
	সর্বমোট =	১১০০

বি. দ্র. : যে সকল প্রার্থী সাধারণ ও প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল উভয় ক্যাডারের পদের জন্য পছন্দক্রম দিতে ইচ্ছুক তাদেরকে সাধারণ ক্যাডারের ৯০০ নম্বরের অতিরিক্ত উপরের ২(চ) তে উল্লিখিত "সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক" একক বিষয়ের ২০০ নম্বরের ৪ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে।

২৬। লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস প্রাপ্তি :

২০১৪ সালে প্রণীত বিসিএস-এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস এবং পদ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সিলেবাস কমিশনের **www.bpsc.gov.bd** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে তাদের আবশ্যিক এবং পদ-সংশ্লিষ্ট (Post Related) বিষয়ের সিলেবাস ডাউনলোড করতে পারবেন।

২৭। **লিখিত পরীক্ষার সময়, মানবণ্টন এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর :**

(ক) ২০০ (দুইশত) নম্বরের প্রতিটি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সময় হবে ৪ (চার) ঘণ্টা এবং ১০০ (একশত) নম্বরের প্রতিটি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সময় হবে ৩ (তিন) ঘণ্টা।

(খ) প্রার্থীদের জন্য সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা আবশ্যিক।

(গ) লিখিত পরীক্ষায় গড় ন্যূনতম পাস নম্বর হবে ৫০%। লিখিত পরীক্ষায় কোনো বিষয়ে ৩০% নম্বরের কম পেলে তিনি উক্ত বিষয়ে কোনো নম্বর পাননি বলে গণ্য হবে। কেবল লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন।

(ঘ) মৌখিক পরীক্ষার পূর্ণ নম্বর ২০০ এবং পাস নম্বর ৫০%। **লিখিত এবং মৌখিক উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে পাস করতে হবে।**

(ঙ) সাধারণ ক্যাডার এবং কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের সঙ্গে কারিগরি ক্যাডার এবং শুধু কারিগরি ক্যাডারের জন্য পছন্দ দানকারী প্রার্থীর বেলায় সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ২০০ নম্বরের ৪ ঘণ্টা সময়ের একটি একক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

২৮। লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র ও মৌখিক পরীক্ষা সংক্রান্ত গোপনীয়তা :

(ক) লিখিত পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র গোপনীয় দলিল হিসেবে গণ্য হবে এবং কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে সেগুলো প্রদর্শন বা প্রদান করা হবে না।

(খ) মৌখিক পরীক্ষার নম্বর গোপনীয় থাকবে এবং উক্ত পরীক্ষার নম্বর বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে প্রদর্শন বা প্রদান করা হবে না।

২৯। **স্বাস্থ্য পরীক্ষা :**

কমিশন কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মনোনয়নের জন্য প্রার্থীদিগকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকেল বোর্ডের সম্মুখে হাজির হতে হবে। মেডিকেল বোর্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষাকালীন প্রার্থীদের নিম্নোক্ত দৈহিক যোগ্যতা থাকতে হবে :

			ন্যূনতম উচ্চতা	ন্যূনতম ওজন
(১)	বিসিএস (পুলিশ) এবং বিসিএস(আনসার) ক্যাডারের জন্য :	(১) পুরুষ প্রার্থী :	৫'. ৪" (১৬২.৫৬ সেঃ মিঃ)	১২০ পাউন্ড (৫৪.৫৪ কেজি)
		(২) মহিলা প্রার্থী :	৫' (১৫২.৪০ সেঃ মিঃ)	১০০ পাউন্ড (৪৫.৪৫ কেজি)
(২)	অন্যান্য ক্যাডারের জন্য :	(১) পুরুষ প্রার্থী :	৫' (১৫২.৪০ সেঃ মিঃ)	৯৯.১১ পাউন্ড (৪৫ কেজি)
		(২) মহিলা প্রার্থী :	৪'. ১০" (১৪৭.৩২ সেঃ মিঃ)	৮৮.১০ পাউন্ড (৪০ কেজি)

Advertisement

উপরোল্লিখিত শারীরিক উচ্চতা না থাকলে কোনো প্রার্থী সংশ্লিষ্ট ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। কোনো প্রার্থীর উপরোল্লিখিত ওজন না থাকলে তিনি অস্থায়ীভাবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। প্রার্থীগণকে বিধি অনুযায়ী দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। অন্যান্য স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাবলি যথাসময়ে জানানো হবে। প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিধানসমূহ সরকারি সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে শিথিলযোগ্য।

৩০। **লিখিত পরীক্ষায় উত্তরদানের ভাষা :**

বাংলা, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা সম্পর্কিত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট ভাষাতেই লিখতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর বাংলা বা ইংরেজি–এর যে কোনো একটিতে লিখা যাবে। একটি বিষয়ের উত্তরে একাধিক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। কোনো বিষয়ের প্রশ্নপত্রে অন্য কোনোরূপ নির্দেশনা থাকলে উক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ঐ নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশ্নোত্তর লিখতে হবে।

৩১। **পরীক্ষাকেন্দ্রসমূহ :**

প্রার্থী অনলাইন আবেদনপত্রের (BPSC Form-1) Part-1এর Personal Information-এ Exam centre অংশে প্রদত্ত তথ্যমতে প্রবেশপত্রে উল্লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রার্থীকে নিজ খরচে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। প্রিলিমিনারি অবজেকটিভ টেস্ট/লিখিত পরীক্ষা **ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর** কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রার্থী কর্তৃক প্রার্থিত কোনো কেন্দ্রে প্রিলিমিনারি অবজেকটিভ টেস্ট / লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কেন্দ্রে প্রার্থীকে প্রিলিমিনারি টেস্ট/লিখিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। মৌখিক পরীক্ষা কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

কেন্দ্র পরিবর্তনের কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

৩২। এই বিজ্ঞপ্তিতে যে সকল শর্ত আরোপ করা হলো তা যদি আবেদনপত্র (BPSC Form-1 এবং বিপিএসসি ফর্ম-২)-এর কোনো শর্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তা হলে এই বিজ্ঞপ্তির শর্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। **তবে কোনো বিষয় অনুল্লিখিত থাকলে অথবা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে কমিশন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিবে।**

৩৩। (ক) পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো দরকারি বা অন্যান্য চিঠিপত্র কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

(খ) প্রার্থীর ঠিকানায় কোনো পরিবর্তন হলে প্রার্থীর রেজিঃ নম্বর উল্লেখপূর্বক কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার)-কে যথাসময়ে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

৩৪। **লিখিত পরীক্ষার নম্বরপত্র প্রদান :**

প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র গোপনীয় দলিল হিসেবে গণ্য হবে এবং কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধিকে তা প্রদর্শন করা হবে না। চূড়ান্ত সুপারিশ সরকারের নিকট প্রেরণের পর কোনো প্রার্থী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষার নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) বরাবর দরখাস্ত করতে পারবেন। এ ধরনের আবেদন যথা পদ্ধতিতে প্রক্রিয়ায়ণ (Process) শেষে কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হবে। পরীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর অর্থাৎ চূড়ান্ত সুপারিশ প্রেরণের পর পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য কমিশন কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বান করা হবে।

৩৫। **মিথ্যা তথ্য প্রদান ও অসদুপায় অবলম্বনের শাস্তি :**

(১) কোনো প্রার্থী আবেদনপত্রে জ্ঞাতসারে কোনো ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে বা প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করলে বা টেম্পারিং করলে বা কোনো জাল সার্টিফিকেট দাখিল করলে বা বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের কোনো অংশ বা প্রবেশপত্র টেম্পারিং বা পরিবর্তন করলে বা **পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন বা কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক যোগাযোগযন্ত্রসহ প্রবেশ এবং উক্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে অসদুপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করলে বা পরীক্ষার হলে কোনোরূপ দুর্ব্যবহার করলে বা অসদুপায় অবলম্বন করলে বা প্রতারণার আশ্রয় নিলে তাকে উক্ত পরীক্ষাসহ কমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠেয় পরবর্তী যে কোনো পরীক্ষার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা যাবে।**

(২) ক্ষেত্র বিশেষ সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে ফৌজদারি আইনে সোপর্দ করা যাবে এবং উক্ত প্রার্থীকে সার্ভিসে নিয়োগের পর এইরূপ কোনো তথ্য প্রকাশ ও তা প্রমাণিত হলে তাকে চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ ছাড়াও তার বিরুদ্ধে আইনানুগ যে কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৩৬। **৩৫ তম বিসিএস-এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার গেজেটেড পদে নিয়োগ প্রদান :**

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পদস্বল্পতার কারণে ৩৫তম বিসিএস-এর বিজ্ঞাপিত ক্যাডার সার্ভিস বা পদে যে সকল প্রার্থী সুপারিশপ্রাপ্ত হবেন না সে সকল প্রার্থীর মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুতকৃত তালিকা থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার গেজেটেড প্রারম্ভিক পদে নিয়োগের

লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ১০-০৫-২০১০ তারিখে জারিকৃত "নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এবং ১৬/০৬/২০১৪ তারিখে জারিকৃত উক্ত বিধিমালার সংশোধিত প্রজ্ঞাপনের শর্তানুযায়ী কমিশন কর্তৃক সুপারিশ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তবে এ ধরনের উদ্যোগ চাকুরি প্রদানের কোনো নিশ্চয়তা প্রদান করবে না; সরকারের নিকট হতে শূন্য পদের প্রাপ্যতা এবং প্রার্থীর একাডেমিক উপযুক্ততার উপর নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ নির্ভর করবে। সরকারের নিকট হতে নন-ক্যাডার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শূন্য পদের নিয়োগের অনুরোধ পাওয়া সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট পদের অনুরোধপত্র কমিশনে প্রাপ্তির তারিখের ক্রম ও সংখ্যা অনুসারে পর্যায়ক্রমে নিয়োগের সুপারিশ করা হবে।

৩৭। বিজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের **www.bpsc.gov.bd** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

[শেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা না করে হাতে সময় নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে নিজে অনলাইনে আবেদনপত্র (BPSC Form-1) ফর্ম পূরণ করুন এবং নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে জমাদান সম্পন্ন করুন]

২৬.৭.২০১৪

(আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক(ক্যাডার)।

[পড়াশুনা এবং জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করুন]

[চাকুরির ক্ষেত্রে কোনোরূপ তদ্‌বির প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে]

Advertisement